**ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত ‘বিজয় একাত্তর' হলসহ**

**অন্যান্য স্থাপনার উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বৃহস্পতিবার, ১৪ নভেম্বর ২০১৩, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আজকের এ অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকমন্ডলী,

শিক্ষার্থীবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘বিজয় একাত্তর হল', ‘বঙ্গবন্ধু টাওয়ার', ‘শহীদ মুনীর চৌধুরী ভবন', ‘শহীদ আবুল খায়ের ভবন', ‘শহীদ এম এ মুক্তাদির ভবন' ও ‘এমবিএ ভবনে'র উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

যে সকল শহীদ সূর্যসন্তানদের নামানুসারে এ ভবনগুলোর উদ্বোধন করা হল, আমি আশা করি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষার্থী তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দেশ মাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করবে।

সুধিমন্ডলী,

গত বছর ১৪ নভেম্বর আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলাম। ‘বঙ্গবন্ধু টাওয়ার', রোকেয়া হলের ‘৭ মার্চ ভবন' এবং ফার্মেসী ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলাম। কবি সুফিয়া কামাল হল, জগন্নাথ হলের সন্তোষ চন্দ্র ভট্টাচার্য ভবন, সামাজিক বিজ্ঞান ভবন এবং উচ্চতর মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেছিলাম। আজ ঠিক এক বছর পরে আবার অনেকগুলো স্থাপনার উদ্বোধন উপলক্ষে আপনাদের মাঝে আসতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আমিও একজন গর্বিত শিক্ষার্থী। এ ক্যাম্পাসের সাথে আমার সম্পর্ক গভীর। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। আমার ভাই শহীদ শেখ কামাল সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ছিল। তার সহধর্মিনীও একই বিভাগের ছাত্রী এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লু খেতাব প্রাপ্ত এ্যাথলেট ছিল। এখানে আসলেই আমার অতীতের অনেক স্মৃতি মনে পড়ে। শোক-দুঃখ এসে ভর করে। আবার ছাত্রজীবন ও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যের কথা মনে করে শক্তি-সাহস পাই। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা চ্যান্সেলর হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার কথা ছিল। ঘাতকরা সেই সুযোগ দেয়নি। আমার ছোট ভাই রাসেল ছিল বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরী স্কুলের ছাত্র। মাত্র দশ বছরের এই নিষ্পাপ শিশুকেও সেদিন ঘাতকেরা রেহাই দেয়নি।

ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে আয়ুববিরোধী আন্দোলন, ৬-দফা, ১১-দফা, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা-পরবর্তী সামরিক শাসন ও স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারসহ প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা অংশ নিয়েছেন। সামনের সারিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন। অনেকে জীবন উৎসর্গ করেছেন। পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন। জেল-জুলুম, অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেছেন। সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনের লক্ষ্যে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে তাদেরকে হয়রানি করেছে। দমন করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

জাতির পিতা স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ে তোলার সাথে সাথে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজান। তিনি কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে সকল শিশুর অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করেন। দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের চাকুরি জাতীয়করণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রতিষ্ঠা করেন।

আমরা '৯৬ সরকারের সময় শিক্ষার হার ও মানোন্নয়নে উপবৃত্তির অর্থ ও আওতা বাড়িয়েছি। মেয়েদের শিক্ষা প্রসারে পদক্ষেপ নিয়েছি। যা নারী ও শিশু স্বাস্থ্যরক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়নে অবদান রাখছে। শিক্ষার হার ৪৫ শতাংশ থেকে ৬৫ দশমিক ৫ শতাংশে উন্নীত করেছি। উচ্চশিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা নিয়েছি। সেশনজট দূর করেছি।

পরবর্তীকালে বিএনপি-জামাত জোট দেশের শিক্ষাখাতকে কোন গুরুত্ব দেয়নি। এ সময় সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। উচ্চশিক্ষা ব্যাহত হয়। শিক্ষার হার ৫০ শতাংশে নেমে আসে।

আমরা এবার সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর আমরা প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষানীতি গ্রহণ করেছি। আগ্রহী কেউ যাতে উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয় সেজন্য আমরা সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছি। ৯টি নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি। মেডিক্যাল, কৃষি, ইঞ্জিনিয়ারিং, তথ্যপ্রযুক্তি, টেক্সটাইল, মেরিনসহ বিভিন্ন বিষয়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে। আমরা ২৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দিয়েছি।

বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১০৭টি। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমুহের প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে আমরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়ন করেছি। শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণে অচিরেই এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন করা হবে। পাঁচ বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৮ লাখ। আজ তা ২৭ লাখ ছাড়িয়ে গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিশ্বমানের শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। গবেষণায় বরাদ্দ বহুগুণে বৃদ্ধি করা হয়েছে। উন্নত গবেষণার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুদান এবং বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ চালু করা হয়েছে। দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য ‘প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত এই ফান্ড থেকে স্নাতক পর্যায়ের ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৭২৬ জন ছাত্রীকে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয়েছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিসহ সকল কাজ এখন অনলাইনে সম্পাদন করা যাচ্ছে। কৃষিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণায় বেশ সাফল্যও এসেছে। বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে।

মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরণ করেছি। পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতে সমাপনী পরীক্ষা চালু করেছি। শিশু বয়স থেকেই শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করেছি। শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি প্রয়োগ নিশ্চিত করেছি। ফলে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় পাশের হার ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তি অনেক বেড়েছে।

সুধিমন্ডলী,

বিএনপি-জামাত জোট প্রতিটি সেক্টরে দেশকে পিছিয়ে দিয়েছিল। আমরা সেই অচলাবস্থা কাটিয়ে তুলে কৃষি, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, অবকাঠামো, তথ্যপ্রযুক্তিসহ প্রতিটি খাতে আমূল পরিবর্তন সাধন করেছি।

আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১০,০০০ মেগাওয়াট অতিক্রম করেছে। এটি একটি মাইলফলক। আমরা এবার সরকারের দায়িত্বে এসে এ পর্যন্ত দেশব্যাপী যে উন্নয়ন করেছি তা বাংলাদেশের ইতিহাসে কোন সরকার করতে পারেনি। কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা আমাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির চেয়েও বেশী কাজ করেছি।

বিশ্বব্যাপী মন্দা সত্ত্বেও আমাদের সামষ্টিক অর্থনীতির প্রতিটি সূচক ইতিবাচক। রপ্তানি আয়, রেমিটেন্স, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, দারিদ্র্য হ্রাস, এমডিজি অর্জন বিদ্যুৎসহ অনেক ক্ষেত্রেই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির চেয়ে বেশি কাজ হয়েছে। মাথাপিছু আয় ১০৪৪ ডলারে উন্নীত হয়েছে।

আমরা আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাচ্ছি। জাতিসংঘসহ সারাবিশ্ব আমাদের উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করছে। বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ আজ রোল মডেল।

আমাদের এ সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে বিএনপি-জামাত দেশের উন্নয়নে পদে পদে বাধা সৃষ্টি করছে। হরতাল দিয়ে মানুষ পুড়িয়ে মারছে। স্বাধীনতা বিরোধী, যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচাতে তারা সরকার পতনের আন্দোলন করছে। তাঁদের কোন আন্দোলনই দেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না। জনগণ সংবিধান বিরোধী কোন শক্তিকে আর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় দেখতে চায় না।

আমাদের এ দেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমি শিক্ষিত যুবসমাজকে আরও তৎপর হওয়ার আহ্বান জানাই। তোমরা তোমাদের শিক্ষা উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগাও। এতে নিজেরা প্রতিষ্ঠিত হবে। দেশ এগিয়ে যাবে। সুন্দর সমাজ গড়া সহজ হবে। আর তাহলেই জঙ্গীবাদ, সাম্প্রদায়িকতা সমূলে বিনাশ ঘটিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে পারব। পড়শুনার পাশাপাশি সুস্থ বিনোদন চর্চা ও খেলাধূলায় অংশ নিতে হবে। তাহলে মাদক, হতাশা, অবস্থায় আমাদের তরুণদের কোনভাবেই স্পর্শ করতে পারবে না। মূল্যবোধ একবার নষ্ট হলে তা সহজে পুনরুদ্ধার করা যায় না। এই গরীব দেশ তোমাদের লেখাপড়ার জন্য অনেক ব্যয় করেছে। আজকের যে অবকাঠামোগুলো উদ্বোধন করা হল তাও তোমাদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য করা হচ্ছে। তোমাদের অভিভাবকরা অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। লেখাপড়া শিখে আলোর পথে এগুবে জাতি তোমাদের কাছে এটাই চায়।

সুধিবৃন্দ,

আমরা বাঙালি জাতির অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে সমুন্নত রাখতে বদ্ধপরিকর। আমি জানি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক এ লক্ষ্যে তাদের ঐতিহ্য ধরে রাখবে। আমাদের উচ্চশিক্ষার মান বাড়াতে হবে। শিক্ষার্থীদের বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য শিক্ষার্থীদের আগ্রহী ও নিষ্ঠাবান হতে হবে। শিক্ষকদেরকে সর্বশেষ জ্ঞান আহরণ ও বিতরণে দায়িত্বশীল ও নিবেদিতপ্রাণ হতে হবে। উচ্চমানের নৈতিকতা প্রদর্শন করতে হবে। যাতে শিক্ষার্থীরা তা অনুকরণ করে আদর্শ মানুষ হিসেবে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে পারে।

সুধিমন্ডলী,

আমরা জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণ করতে চাই। বাংলাদেশকে একটি ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, সমৃদ্ধ সোনার বাংলায় পরিণত করতে চাই। আসুন, সবাই মিলে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটা সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তুলি। ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলি। এই প্রত্যয় নিয়ে দেশের প্রতিটি শিক্ষক-শিক্ষার্থীকে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

পরিশেষে, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘বিজয় একাত্তর হল', ‘বঙ্গবন্ধু টাওয়ার', ‘শহীদ মুনীর চৌধুরী ভবন', ‘শহীদ আবুল খায়ের ভবন', ‘শহীদ এম এ মুক্তাদির ভবন' ও ‘এমবিএ ভবনে'র শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।